কিছুকাল টিঁকে ছিল। কিন্তু রাজা আর সামন্তশক্তির সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিত্তশালী বনিক গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করা আরম্ভ হয়ে যায়, নাগরিক সমাজকে সামন্তপ্রভুদের প্রতিপক্ষ হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে খাড়া করা হতে থাকে। রাজ্যের সর্বত্র আইন প্রণয়নের অধিকারের দাবির সঙ্গে রাজকীয় বিচারালয়ের কর্তৃত্বের পরিধি বৃদ্ধির চেষ্টাও শুরু হয়। আর, এই সমস্ত উদ্যোগের চালিকাশক্তি হিসেবে রাজকীয় সভার নিয়মিত অধিবেশন বসানো এবং তার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। পাশাপাশি, পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় যে সর্বাত্মক রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল যে তার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের পক্ষে বাতিল হয়ে-যাওয়া, জীর্ণ এবং ফুরিয়ে যাওয়া একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের ক্ষীণ অস্তিত্বটুকু বজায় রাখাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

সামন্ততন্ত্র থেকে ইউরোপের পুঁজিবাদে উত্তরণ-কেন্দ্রিক বিতর্ক

মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের আধুনিকযুগে উত্তরণ, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বদলে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক চিত্তাকর্ষক বিতর্ক। সামন্ত-তন্ত্রের অবক্ষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক-ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য না থাকলেও, তার কারণগুলির আনুপাতিক গুরুত্ব বিষয়ে তাঁদের মতপার্থক্য সুতীব্র। আবার, এই প্রশ্নের সঙ্গে নতুন বা আধুনিকযুগের অভ্যুদয়, যুগান্তরের লক্ষণগুলি সম্পর্কে মতভেদ জড়িয়ে যাওয়ায় বিতর্কটি বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। ইউরোপের (প্রধানত পশ্চিম) আধুনিকযুগে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভূখণ্ডের সমাজ, রাষ্ট্র, উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা জীবনচর্যা ও মূল্যবোধের অভাবিত রূপান্তরের অনুপুঙ্খ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ইতিহাস দর্শনে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়ে দিয়েছে। তবে ঐতিহাসিকদের এই বিতর্ক মূলত পশ্চিম ইউরোপকেন্দ্রিক। এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার বাইরে, জাপানের মতো যে সব দেশে সামন্ততন্ত্রের অবসান ও তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া এই বিতর্কে যে স্থান পায়নি—সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আন্দ্রে গুন্দ্র ফ্রাঙ্ক।

প্রায় ছয়শতকের বেশি কাল ধরে ইউরোপের জীবন ছিল সামন্ততন্ত্র-আশ্রিত এবং খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যে তার অবসাদ ও অবক্ষয়, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় পরিবর্তন-প্রক্রিয়াকে বিতর্কের উপজীব্য করে তুলেছিলেন কার্ল মার্ক্স এবং তারপর মার্ক্সপন্থী এবং মার্ক্সীয় তত্ত্বে অবিশ্বাসী ঐতিহাসিক-অর্থনীতিবিদরা। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মরিস ডবের রচনা *Studies in the Development of Capitalism* এবং কার্ল পোলান্‌ভি-কৃত তাঁর সমালোচনা যে বাদ-প্রতিবাদের আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তা ব্যাপকতর করে দিয়েছে *Economic History* তে প্রকাশিত আর এইচ. টনির প্রবন্ধ, রড্‌নি হিল্‌টন, পল সুইজি, কোহাচিরো তাকাহাশি, পেরি অ্যান্ডারসন, রবার্ট ব্রেনারের মতো সুখ্যাত পণ্ডিতদের মতবাদ। কার্ল মার্ক্স অবশ্য যতোটা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থার অবসান-প্রক্রিয়া বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, তার চেয়ে বেশি তার সঙ্গে পুঁজিবাদের পত্তনের সম্পর্ক নির্ধারণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা সংস্কৃতির অত্যাশ্চর্য বিকাশ, উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধির সম্প্রসারণ, নতুন মহাদেশ আবিষ্কার, অচেনা ও আধ-চেনা দেশে হাজির হয়ে উপনিবেশের পত্তন ইত্যাদি বিষয়কে যুগান্তরের অভিজ্ঞান বলে মনে করেননি। তাঁর মতে শিল্পবিপ্লব এবং পুঁজিবাদের বিকাশের হাত ধরেই ইউরোপের আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটেছিল।

মধ্যযুগীয় উৎপাদন ব্যবস্থা—'ফিউডাল' থেকে কীভাবে 'capitalistic mode of production' এ পৌঁছেছিল, সে বিষয়ে মার্ক্সের গবেষণা প্রধানত কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে সীমিত থাকলেও, পরবর্তীকালের মার্ক্সবাদী ও অমার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকরা এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, উত্তরণের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এঁদের আলোচনায় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাঙন, ভূমিদাস প্রথার স্বরূপ ও অবক্ষয়, নগরের উৎপত্তি, বণিকশ্রেণী এবং money-market-এর উদ্ভব এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পত্তন স্থান পেয়েছে।

মার্ক্সীয় তত্ত্বে 'Wage-labour'-এর অবস্থান ছিল কেন্দ্রীয়। যে-কোনও পণ্যের মতো শ্রমিক (কৃষক) তার শ্রম একটা 'মূল্যের' বিনিময়ে বিক্রি করতো এবং লর্ড তা কিনে এমন ভাবে ব্যবহার করতো যে শ্রমশক্তির ক্রয়মূল্যের চেয়ে, শ্রম দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বহুগুণ বেশি হয়। শ্রম এভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এভাবে শ্রম বিক্রয়ই ছিল টিকে থাকার জন্য ভূমিদাস প্রথার মূল বৈশিষ্ট্য। লর্ড বা ভূস্বামী ভূমিদাসের উদ্বৃত্ত শ্রম নিজের খাস জমিতে কাজে লাগানো ছাড়াও, ভূমিদাসকে দেওয়া পারিবারিক জমি বা ফিফ থেকে শস্যে বা নগদে খাজনা আদায় করতো। এছাড়া বহু বিচিত্র সামন্ততান্ত্রিক কর ভূমিদাসের উপর চাপিয়ে দিতো লর্ড। তাছাড়া, এই উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় ছিল জবরদস্তিমূলক, সুতরাং শোষণের নামান্তর। আর, বেঁচে থাকার জন্য কৃষক—ভূমিদাস তার শ্রম প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করতে বাধ্য ছিল।

মরিস ডব মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সামন্ততন্ত্রকে ভূমিদাস প্রথার সঙ্গে সমীকৃত করে জানিয়েছেন যে, দায়বদ্ধ কৃষকের উপর জবরদস্তি করে ঊর্ধ্বতন প্রভু তাকে দিয়ে বহুবিধ অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে বাধ্য করতো। ঊর্ধ্বতন প্রভুর দাবির মধ্যে বহুবিধ পরিষেবা ছাড়াও, ফিফ-এ উৎপাদিত শস্যের একটা বড়ো অংশ খাজনা হিসেবে দিতে হতো ভূমিদাসদের। এই কৃষি উৎপাদন সাধিত হতো আদিম কৃষি সরঞ্জাম দিয়ে এবং তা কোনো বাজারের জন্য নয়, ভূস্বামী ও কৃষক পরিবারের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য। লর্ডের খাসজমিতে (demesne) বেগার খাটতে ভূমিদাসরা বাধ্য ছিল, এবং তার উপর লর্ডের বৈধানিক অধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। এই ধরনের

Scanned with CamScanner

উৎপাদন ব্যবস্থাকে ডব বলেছেন ভোগের জন্য উৎপাদন—যা মুদ্রার লেনদেন এবং বাজারের অনুপস্থিতিতে ছিল পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধবিগ্রহ এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করে দিলেও, পাশ্চাত্যে পারতো না। এর পরিবর্তন-বিমুখ চরিত্রের প্রতি ডব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

মরিস ডবের মতে উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে সম্প্রসারণে, চাহিদা অনুসারে আত্মপ্রসারে সামন্ততন্ত্রের অক্ষমতা, রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ভূস্বামীর তাগিদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, পরিণামে তার অবক্ষয় অনিবার্য করে দিয়েছিল, কেন না রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ এমন মাত্রায় পৌঁছেছিল যা বহন করা ভূমিদাসদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে যে শ্রমশক্তির উপর নির্ভর-করে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা অবসন্ন এবং অক্ষম হয়ে পড়ে। ডবের মতে এই "over exploitation of the labour force". এর প্রতিক্রিয়ায় অসংখ্য ভূমিদাস লর্ডের এস্টেট বা ম্যানর ছেড়ে পালাতে থাকে এবং তা-ই সামন্ততন্ত্রের অবসানের পথ প্রশস্ত করে দেয়। সুতরাং অন্য কারণের চেয়ে লর্ডের অমানবিক ভূমিদাস-শোষণই ছিল সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যর্থতার মুখ্য কারণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবিত বিস্তার, নগরায়ণ ইত্যাদির ফলে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন commutation বা নগদ অর্থ দিয়ে বেগার খাটুনি থেকে অব্যাহতি, খাসজমি কৃষক প্রজাকে লিজ দেওয়া ইত্যাদিকে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের মুখ্য কারণ বলে মনে করেন না মরিস ডব। মধ্যযুগীয় নগরগুলিও, তাঁর বিচারে, 'proto-capitalist enterprise'-এর লালন ক্ষেত্র ছিল না। সুতরাং সামন্ততন্ত্রের কাঠামোগত সমস্যা তথা শোষণের আধিক্যই ছিল তার পতনের জন্য দায়ী। অবশ্য ডব স্বীকার করেছেন যে, পশ্চিম ইউরোপে ক্রমবর্ধমান নগরের সংখ্যা ম্যানর ত্যাগে বদ্ধপরিকর ভূমিদাসদের সামনে একটা বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা পেয়েছিল।

১৯৫০ সালে প্রকাশিত *Science and Society* পত্রিকায় পল সুইজি 'Feudalism : A critique' শীর্ষক প্রবন্ধে মরিস ডবের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। 'Feudalism' এবং পুঁজিবাদের মৌলিক পার্থক্যের কথা স্মরণে রেখে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের ব্যবস্থার বাইরে সক্রিয় কতকগুলি 'force'-এর কথা তিনি বলেছেন। বেলজিয়ান ঐতিহাসিক হেনরি পিরেনের বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুইজি বাণিজ্য-বিপ্লব এবং নগরায়ণের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ডব, লর্ডের মাত্রাতিরিক্ত শোষণের ফলে ভূমিদাসদের 'en masse' এস্টেট ছেড়ে পালানোর যে তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন, সুইজির মতে তা সম্ভব ছিল না। কারণ শত নিপীড়নেও ভূমিদাসদের ম্যানর ত্যাগের অধিকার ছিল না এবং যতোদিন নগরগুলিতে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, তা সম্ভবও ছিল না। তবে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে

Scanned with CamScanner

পশ্চিম ইউরোপে অসংখ্য নগরের পত্তন, সেখানে স্বাধীনতা, কর্মসংস্থান এবং উন্নততর সামাজিক অবস্থানের আকর্ষণ সুইজির ভাষায় "acted as a powerful magnet to the oppressed rural population" সুতরাং তাঁর মতে সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তন-বিমুখতা ও অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা এবং ক্রমবর্ধমান সিনরীয় শোষণের চেয়ে, তার অবসানের পিছনে ছিল এমন কিছু কিছু কারণ যেগুলি "external to the system" বলা যায়। 'Economy of no outlets'-এর পক্ষে অভাবিত বাণিজ্য প্রসার এবং নগরায়ণের চাহিদা মেটানো সম্ভব না হওয়ায়, তার অর্থনীতি বাজারমুখী হতে না পারার কারণে তার অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কৃষিপণ্যের জন্য নগরের চাহিদা বৃদ্ধি, বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে তাল মেলাতে অক্ষমতার কারণে সামন্ততন্ত্রের ব্যর্থতার তথ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুইজি পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলেছেন। পশ্চিমের মতো পূর্ব ইউরোপে বাণিজ্যের প্রসার ও নগরায়ণের প্রক্রিয়া ছিল অনেক শ্লথ। সেখানে কৃষিজপণ্য ছিল বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং খাদ্যশস্য রপ্তানিজাত মুনাফার লোভে এল্‌ব-এর পূর্বপারের দেশগুলি কৃষি উৎপাদনের উপর বেশি জোর দিতে থাকে, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক ও অনমনীয় করে তোলে, ভূমিদাসদের সংখ্যা বাড়ানো সঙ্গে তাদের উপর শোষণও মাত্রাছাড়া করে তোলে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের নগরের সংখ্যা অত্যল্প হওয়ায়, প্রচণ্ড নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও, ভূমিদাসদের এস্টেট ছেড়ে পালানো সম্ভব হয়নি, কেননা তাদের সামনে বিকল্প কোনও জীবিকার, নিরাপদ আশ্রয়ের সম্ভাবনা ছিল না। ফলে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের যখন মুমূর্ষু অবস্থা, পূর্বে তখন শুরু সামন্ততন্ত্রের দ্বিতীয় পর্ব। সুতরাং সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরীণ গলদের চেয়ে তার বাইরের পরিস্থিতি যে তার আয়ু কোথাও প্রলম্বিত, কোথাও বা হ্রস্বতর করার জন্য দায়ী ছিল, সুইজি তা-ই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

এই আলোচনার সূত্র ধরে রড্‌নি হিল্‌টন লিখেছেন যে, সামন্ততন্ত্রের ভাঙন সম্ভব করে দিয়েছিল একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরদিকে নতুন বা পুনরুজ্জীবিত নগরের প্রয়োজনের উত্তর হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা সৃষ্টি। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা, যাদের অধিকাংশই ছিল ম্যানর-ছেড়ে-পালানো ভূমিদাস এই প্রয়োজন মেটাতে অনায়াসে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া সহজতর হয়ে গিয়েছিল, সাবেকি 'domainal system' ভেঙে যাওয়ার কারণে 'কৃষক হোল্ডিং'-এর খণ্ডীকরণ। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, কারিগরদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার যখন বাড়তে শুরু করে তখন ধনী ব্যবসায়ীরা কারিগর ও ক্রেতাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় এবং মার্চেন্ট ক্যাপিটাল তার ভূমিকা নিতে আরম্ভ করে, এবং কর্মশালার মধ্যে কারিগর ও শিক্ষানবীশরা হয়ে পড়ে মজুরি-ভোগী শ্রমিক। এভাবে বাণিজ্য বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি পাল্টে দেয় এবং এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় দ্রাবকের (solvent) ভূমিকা নেয় 'money economy'।

Scanned with CamScanner

পেরি অ্যান্ডারসন ফিউডালিজমের অবক্ষয়ের মধ্যে পুঁজিবাদের 'starting point' ছিল বলে মনে করেন না। তিনি লিখেছেন "the classical past awake again within the feudal present to assist the arrival of a capitalist future"। তবে ধ্রুপদী উত্তরাধিকারের সঙ্গে তিনি 'spontaneous combustion of the forces of production'—যেমন প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, এবং আন্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আবিষ্কার সমূহকে পুঁজিবাদের বিকাশ ও অগ্রগতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেছেন। অ্যান্ডারসনের মতে এগুলি তখনই সক্রিয় হয়ে ওঠে যখন সামন্ততন্ত্রাধীন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সংকট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে উৎপাদনের শক্তি ব্যাহত হয় এবং উৎপাদনের নতুন শক্তি কার্যকর হওয়ার আগে পুরোনো ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে ওঠে। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির উপকরণসমূহ তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছিল। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখা আর তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না এবং এভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের সংকট। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় বহুমাত্রিকতা ছিল অপ্রাসঙ্গিক এবং তা ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা-বর্জিত।

মরিস ডব এবং পল সুইজির বিতর্কে অংশ নিয়ে এইচ. কে. তাকাহাশি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরণ (transition) প্রক্রিয়া আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে রূপান্তরকে উৎপাদন ব্যবস্থার বা পদ্ধতির পরিবর্তন বলে ধরে নিয়ে সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদকে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পর্যায়ের ক্রম (Historical Categories) হিসেবে উপস্থাপিত করা বাঞ্ছনীয়। তিনি লিখেছেন যে প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিককালের বুর্জোয়া পদ্ধতিতে উৎপাদনকে অর্থনীতির বিবর্তনের ইতিহাসের প্রধান তিন পর্যায় হিসেবে বিচার করার সময় শ্রমশক্তির সামাজিক অস্তিত্বের ধরনের আলোচনা আবশ্যিক। কেননা তা-ই বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতির নির্ধারক উপাদান। দাস প্রথা, ভূমিদাস প্রথা এবং স্বাধীন মজুরি-নির্ভর শ্রমকে উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমান্বয়িক পরিবর্তনের অভিজ্ঞান বলা যায়।

ভূমিদাস হিসেবে কৃষকদের স্বাধীনতা-হীনতার মাত্রা অঞ্চল বিশেষে, বা সামন্ততান্ত্রিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী সুনিশ্চিতভাবেই আলাদা ছিল, কিন্তু দেশ-কাল-পরিস্থিতি নির্বিশেষে ভূমিদাসত্বকে, রাজনৈতিক-বৈধানিক ক্ষমতা-বলে-বলীয়ান ভূস্বামী-উৎপাদকের শোষণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। তাকাহাশির মতে, একটা নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোতে পণ্য কীভাবে উৎপাদিত হয়, তাই বিচার্য। রোমান ল্যাটিফুন্ডিয়াতে উৎপাদিত পণ্য দাস-শ্রম প্রসূত পণ্য হিসেবে বাজারজাত হতো, বেগার- মজাত উৎপাদন বা শস্যে-প্রদত্ত-সামন্ততান্ত্রিক কর, লর্ড বা ভূমিদাস-উৎপাদিত পণ্য হিসেবে বাজারে পাঠাতো। এরই পাশাপাশি স্বাধীন, স্বনির্ভর কৃষক বা কারিগর উৎপাদিত পণ্য এবং পুঁজি বিনিয়োগ করে মজুরি দিয়ে উৎপাদিত পণ্যেরও স্থান ছিল। তবে এই পুঁজির চরিত্র আধুনিককালের পুঁজির থেকে আলাদা ছিল। তাকাহাশির মতে, সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিতে শ্রমজাত উৎপাদনও

Scanned with CamScanner

পণ্যের (commodity) চেহারা নিতে পারতো। সুতরাং সুইজি-কথিত বাজারের জন্য উৎপাদনের তত্ত্ব কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক স্তরের বা শ্রেণী সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না।

তাকাহাশির মতে, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য ভোগের জন্য উৎপাদন এবং বিনিময়ের জন্য উৎপাদনের পার্থক্যের মধ্যে নিহিত নয়, তা সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তি এবং তাতে ভূমিদাস শ্রমজাত উৎপাদন এবং শিল্পপুঁজি ও মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে নিহিত আছে। সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি এবং শিল্পপুঁজির পার্থক্যটাও মৌলিক। অর্থনৈতিক সম্পর্কের বাইরের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা উদ্বৃত্ত শ্রমের ফসল প্রত্যক্ষভাবে ভূস্বামীর ভোগে চলে যায় এবং এখানে পণ্য বিনিময়ের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমজাত উৎপাদন শুধু পণ্যে পরিণত হয় না, শ্রমশক্তি নিজেই পণ্যে পরিণত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে জবরদস্তি খাটানো হয় না এবং মূল্যের তত্ত্ব (law of value) গোটা অর্থনৈতিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং তাকাহাশির মতে, উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে শ্রমশক্তির সামাজিক অবস্থানের মধ্যে, উৎপাদনের মাধ্যমগুলির প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে।

সামন্ততন্ত্র থেকে ইউরোপীয় সমাজের পুঁজিবাদে রূপান্তর বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ঐতিহাসিক রবার্ট ব্রেনার তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন ১৯৭০-এর দশকে প্রকাশিত "Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe" শীর্ষক রচনায়। এই প্রবন্ধে মরিস ডব, পল সুইজি, এম. এম. পোস্টান, লাদুরি এবং ম্যালথাসের তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের অবসানের কারণ হিসেবে বাণিজ্যিকীকরণের এবং জনসংখ্যা-তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতে মধ্যযুগীয় সমাজে, প্রাকপুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কারিগরি উৎপাদনের তুলনায় কৃষি উৎপাদন ছিল বহুগুণ বেশি। প্রধান উৎপাদক হিসেবে কৃষকের উৎপাদনের কিছু অংশ কোথাও কোথাও বাজারজাত হলেও, সবচেয়ে বড়ো অংশটা ছিল ভোগ এবং 'economic reproduction'-এর জন্য। কৃষকদের অধিকাংশই ছিল ভূমিদাস। সুতরাং তাদের ভূমির 'free agents' হিসেবে কল্পনা করা যায় না, জমি পাওয়া বা ছাড়া কিছুই তাদের ইচ্ছাধীন ছিল না। সুতরাং রাজস্ব নির্ধারণ বা শ্রমের চরিত্র নির্ধারণ সম্পর্কে লর্ডের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। তবে ভূস্বামী ও ভূমিদাসের সম্পর্কটা যতোটা অর্থনৈতিক ছিল, তারচেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক। সুতরাং এক্ষেত্রে 'non-economic compulsion' টাই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করতো।

অপরপক্ষে, ভূমিরাজস্ব—তা শস্যে বা নগদে অথবা বেগার খাটার মাধ্যমে যেভাবে ভূমিদাসকে দিতে বাধ্য করা হতো, সেটাকে সে 'খোয়ানো' বলেই মনে করতো এবং পরিস্থিতি অনুকূল হলে এই প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতো। এরই ফলে, ব্রেনার

Scanned with CamScanner

লিখেছেন যে চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ষোড়শ শতকের শুরু পর্যন্ত সময়সীমায় গোটা ইউরোপ জুড়ে লর্ড-ভূমিদাস সংঘাত অব্যাহত ছিল। তবে লর্ডদের জুলুম এবং কৃষকদের প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ইতিহাসের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, 'forces of production'-এর চেয়ে এই শ্রেণীসংঘাতই মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক যুগের ইউরোপের ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছিল। তবে কৃষকদের ভূমি-স্বত্ব অর্জনের এবং কৃষি উৎপাদনে সাফল্যের সংগ্রাম বহুকাল নিষ্ফল ছিল, কেননা ছোটোখাটো খেতে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। সেজন্য ইউরোপকে বহুকাল সম্পন্নচাষির (protocapitalist ভূমির মালিক) জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং শেষোক্তরাই পুঁজিনির্ভর কৃষি উৎপাদনের পত্তন করেছিল।

ব্রেনার, পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের বিসদৃশ পরিণতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমের মতো পূর্ব ইউরোপেও বাণিজ্যের বিস্তার সামন্তপ্রভুদের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অনুভব করতে দেখা গিয়েছিল। খাদ্যশস্য রপ্তানি-বাণিজ্য পূর্ব ইউরোপেও উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সামন্ততন্ত্রের পরিণতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। এই বৈসাদৃশ্যের কারণ ব্রেনার খুঁজেছেন ইউরোপের দুই অর্ধের রাজনৈতিক বিন্যাসের পার্থক্যের মধ্যে। তাঁর মতে সামন্ততন্ত্রের চরম বিকাশের অধ্যায়েও রাজশক্তির একটা বৈধানিক ভিত্তি ছিল এবং পরাক্রান্ত সামন্তপ্রভুদের খর্ব করার প্রচেষ্টায় তা কৃষিজীবীদের উপরেই নির্ভর করতো। সে কারণে ভূমিদাসদের এমন কিছু কিছু অধিকার ছিল যা সামন্তপ্রভুরাও মানতে বাধ্য হতেন। কেননা সেগুলি রক্ষা করতেন ঊর্ধ্বতন সামন্তপ্রভু হিসেবে স্বয়ং রাজা। তাছাড়া অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলায় কৃষকদের উৎসাহ দিতেন রাজাই। নতুন পত্তন হওয়া জমিতে সামন্তপ্রভুদের অধিকারের সম্প্রসারণে তিনি বাধা দিতেন বর্ধিত রাজস্বের লোভে। এভাবে পশ্চিম ইউরোপে অন্যান্য বহু কারণের সঙ্গে রাজশক্তি ও কৃষিজীবীদের স্বার্থ সামন্তপ্রভুদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করে। ব্রেনারের মতে এই সম্মিলিত প্রতিরোধ সামন্তপ্রভুদের দুর্বলতার একটা কারণ হয়ে ওঠে।

পূর্ব ইউরোপে কিন্তু এর বিপরীত প্রক্রিয়াটাই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই বিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্য পত্তনের আদিপর্বে স্তেপ অঞ্চলের আভার, হুন, বুলগার প্রভৃতি যাযাবর জাতিগুলির অবিরাম আক্রমণে রাষ্ট্রগুলির বিবর্তন ব্যাহত হয় এবং এদের আক্রমণের হাত থেকে রাজ্যরক্ষার জন্য শাসক সামন্ত-শ্রেণীর উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। জার্মানিতে তিরিশ বছরের যুদ্ধ বোহেমিয়া, ব্রান্ডেনবার্গ প্রভৃতির রাজ্যে ভয়াবহ জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ হয়ে ওঠে। রাশিয়ায় লিভোনীয় যুদ্ধ এবং 'অপ্‌রিখ্‌নিনা'র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রায় একই ধরনের। ফলে গ্রামীণ শ্রমসমস্যা তীব্র আকার নেয়, ভূমি এবং শ্রমিক অনুপাত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য

Scanned with CamScanner

তাদের জমিতে আবদ্ধ রাখা ছিল অত্যাবশ্যক। ব্রান্ডেনবার্গ-প্রাশিয়া, বোহেমিয়া, পোল্যান্ড এবং রাশিয়াতে ভূস্বামীরা, শাসকের সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন কৃষিজীবীদের নির্মম এবং পরিকল্পিতভাবে 'পার্সোনাল সার্ফে' পরিণত করে। কৃষি অর্থনীতির উপর ভূস্বামীদের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ এবং তাদের উপর শাসক শ্রেণীর নির্ভরশীলতার কারণে বণিকরাও স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারতো না, সামন্ত শ্রেণীই তাদের নিয়ন্ত্রণ করতো। বাণিজ্যের যেটুকু প্রসার হয়েছিল, তাতে লাভবান হয় সামন্ত শ্রেণী। সামাজিক উদ্বৃত্ত থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে, প্রকৃত অর্থে শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ব ইউরোপের এই কৃষকদের বিদ্রোহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতির মধ্যেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটা সূত্র পাওয়া সম্ভব।

ব্রেনার পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাস প্রথার অবসান অন্তে বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বিবর্তন যে একই ছকে চলেনি, তা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিকাশ দ্বারা দৃষ্টান্তিত করেছেন। তাঁর মতে, ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত অনায়াসে। ইংল্যান্ডে জমির উপর কৃষকদের অধিকার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে সেখানে ভূসম্পত্তি পুঁজিসম্পন্ন ভূস্বামীদের হতে সহজেই কেন্দ্রীভূত হয়। বেষ্টনী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তারা বিশাল খেতখামারে কৃষি উৎপাদন, কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন উন্নতি ঘটায় যে, সেখানে শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাবের একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয়। ফ্রান্সে কিন্তু জমির উপর কৃষকদের অধিকার ছিল দৃঢ়তর আর অভিজাত সামন্তপ্রভুররাও কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটানো বা বেষ্টনী ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর বদলে সরকারি পদ লাভেই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে ফ্রান্সের কৃষি অর্থনীতি ইংল্যান্ডের মতো শিল্পায়নের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেনি। আবার, ইতালিতে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া প্রভৃতি নগর-রাষ্ট্র অপরিমিত বাণিজ্য-মূলধনের মালিক হলেও, তা কৃষি বা শিল্পোৎপাদনে অভিনব কোনও উপায়ে বিনিয়োজিত হয়নি। হিলটনের ভাষায় ইতালির তথাকথিত বাণিজ্য বিপ্লব কোনওভাবে 'ফিউডাল মোড অফ প্রোডাকশন'-এর অবসান ঘটাতে পারেনি বলে ঐ উপদ্বীপে শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাব ঘটেনি।

মার্ক্সের মতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে "The solvent qualities of money came into operation"। ইংল্যান্ড সহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অভিজাত শ্রেণীর কর্তৃত্ব শিথিল হওয়াটাকে ডব এবং তাকাহাশি সামতন্ত্রের অবক্ষয়ের চিহ্ন বলেছেন, আর মার্ক্সের মতে স্বাধীন কৃষকের সম্পত্তি ছিল লর্ড এবং কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামেরই প্রত্যক্ষ ফল। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্লেগের ফলে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ জনসংখ্যা হ্রাস এবং ইঙ্গ-ফরাসি শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে সরকারি তহবিলের হ্রাস-প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় কৃষকদের অবস্থান্তর ঘটেছিল। জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণে ভূমি ও শ্রমের আনুপাতিক হার

Scanned with CamScanner

বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় কৃষক এবং কৃষি-শ্রমিকদের দরাদরি করার সুযোগ বেড়ে গিয়েছিল। অপরদিকে, ভূস্বামীরা খাজনা বাড়িয়ে, কখনো বা মজুরি স্থগিত রেখে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় দু দশক ধরে লর্ডদের এই ব্যর্থ প্রয়াস চলেছিল। কিন্তু ভূস্বামীদের অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিরোধ কীভাবে করতে হয় সে বিষয়ে ইতিমধ্যে কৃষকদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হওয়ায় সাফল্যের পাল্লাটা তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের Jacquerie বা ১৩৮১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কৃষকদের বিদ্রোহ দমিত হলেও, আঞ্চলিক কৃষক বিক্ষোভ বিদ্রোহ থামানো যায়নি। কৃষক সচেতনতার এই পরিবেশে 'কপিহোল্ড'কে আর 'ফ্রী টেনিওর' থেকে আলাদা করা সম্ভব ছিল না।

তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে সম্পন্ন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও গ্রামসভাগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই পরিবেশে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের কর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ আর সম্ভব ছিল না এবং চতুর্দশ শতকের শেষে ও পঞ্চদশের শুরুতে সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে 'Simple Commodity Production' অসম্ভব হয়ে ওঠে। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গেই পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়নি। তৎসত্ত্বেও, মজুরি দিয়ে চাষাবাদ করিয়ে বহু স্বাধীন কৃষক যথেষ্ট বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল এবং নগরগুলির গিল্ডনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশ্য এই প্রক্রিয়া ঘটেছিল ধীর গতিতে। কিন্তু "unfettered commodity production"-কে আর থামানো সম্ভব ছিল না। এই সম্প্রসারণশীল কৃষি অর্থনীতি ছিল বাজারমুখী, নিরবচ্ছিন্নভাবে গতিশীল। বাজারে বিনিময়ের মাধ্যমে, মুনাফার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল পুঁজিবাদের আবির্ভাবের নিশ্চিত ইঙ্গিত। এই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যদিয়েই ক্রমশ 'urban bourgeoisie'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থা এভাবে সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন থেকে 'ওয়ার্কশপ' এবং অবশেষে বৃহৎ পুঁজি-নির্ভর-ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় পৌঁছনোর প্রক্রিয়ায় ডব-কথিত শোষণ এবং সুইজি পরিবেশিত বাণিজ্য বিস্তার এবং নগরায়ণের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ এবং ইতিবাচক।

এল্‌ব-এর পূর্বাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র

চতুর্দশ শতকের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের ফলে সাবেকি উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের সম্পর্ক দ্রুত পাল্টাচ্ছিল, কোথাও কোথাও তা নির্মূল হতেও শুরু করেছিল। ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিই দিয়েছিল শিথিল করে। এর সঙ্গে ব্যাপক নগরায়ণ এবং অসংখ্য শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্রের পত্তনের ফলে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অবশিষ্টাংশও পশ্চিম ইউরোপে ভেঙে পড়ছিল। এল্‌ব-এর পূর্বাঞ্চলে কিন্তু পরিস্থিতিটা ছিল বিপরীত। পশ্চিমে জার্মানিকে বাদ দিলে, দ্বাদশ শতক থেকে কৃষিজীবীদের বেশির-

Scanned with CamScanner